কৃষক সম্মান নিধির ২৩তম কিস্তির টাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যরা। এদিন প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান গোটা দেশে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। —শনিবার খয়েরপুর ব্লকে তোলা সংবাদচিত্র

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে পুলিশে অভিযোগ, অস্বস্তি তৃণমূল শিবিরে

কলকাতা অফিস

২০ জুন ঃ দলীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে এবার অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূল শিবিরে। দলেরই এক বিধায়ক এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করার পরেই এ নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, দলের বিদ্রোহী শিবিরেরই এক বিধায়ক এই অ্যাকাউন্ট নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। এই শিবিরেরই আরও কয়েকজন বিধায়ক নতুন করে এ নিয়ে অভিযোগ জানাবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস তৃণমূলের অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেন, বৃহস্পতিবার সেই খবর প্রকাশ্যে আসে। ৫ জুন সাংগঠনিক রদবদলে অরূপের পরিবর্তে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিয়ম মেনে এখনও তাকে ‘সিগনেটরি’ বা আর্থিক লেনদেনে সই করার অধিকারী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়নি দল। ফলে ব্যাঙ্কের কাছে খাতায়কলমে কোষাধ্যক্ষ এখনও অরূপ।

বৃহস্পতিবারই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক দলীয় বিধায়ক বিধাননগর পুলিশের সাইবার থানায় ওই একই বেসরকারি ব্যাঙ্কের তিনটি অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে অভিযোগ করেছেন, পদ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেআইনিভাবে পাওয়া অর্থ জমা রয়েছে ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন হয় জানিয়ে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ না-করলে বেআইনি লেনদেনের তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওই বিধায়কের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর পুলিশ।

কয়েক বছর আগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে যে তথ্য পেশ করা হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নামে। অন্য দু’টি অ্যাকাউন্টের একটি দলের ত্রিপুরা শাখা এবং অন্যটি দলের গোয়া শাখার নামে নথিভুক্ত। তৃণমূলের মধ্যে এই চাপানউতোর প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, ‘এটা ওদের দলের বিষয়। কিন্তু অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে ইডিকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। কারণ এটা জনগণের টাকা।’

অন্যদিকে, দলের সব পদ থেকে এবার ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আবার উত্তরবঙ্গেও এদিন ভাঙনের মুখে পড়েছে তৃণমূল। শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়রের পদ থেকে আজ ইস্তফা দিয়েছেন গৌতম দেব। এই ধাক্কার পরেই বিকেলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন পান্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সবমিলিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

PM SHRI SCHOOL: JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA: RAMCHANDRA GHAT: KHOWAI TRIPURA
Ministry of Education, Govt. of India (Deptt. Of School Education & Literacy)
WALK-IN INTERVIEW

एफ.PMSHRI/ज.न.वि./आर.सी.जी./2026-27/ दिनांक: - 21/06/2026

A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI JNV Ramchandraghat, Khowai Tripura on 29/06/2026 (MONDAY) at 11.30AM for the temporary engagement of Atal Tinkering Lab Facilitator for the session 2026-27 under PM SHRI scheme.

S/N	Post	Educational qualification	Salary
01	Atal Tinkering Lab Facilitator [vacancy-01]	BE/ BTech or M.Sc in Science, Engineering, Mathematics etc with specialization Electronics/ Robotics, Coding, STEM, 3D printing, Arduino, IoT, design and innovation activities in science etc.	Rs.30000/- per month (Full month duties for full session)

- The maximum age limit is 50 years.
- The engagement is purely on temporary basis. No TA/DA is payable for attending Walk-in-interview.

Willing candidates are requested to attend the interview with Biodata and all the Original Testimonials (Aadhar Card/ Photo ID card, proof of marital status if any etc.) alongwith one set of self-attested copy and one recent Color Photograph. Interested candidates are requested to attend the interview on 29.06.2026 (Monday) at 11.30AM.

Sd/-
PRINCIPAL
PM SHRI JNV KHOWAI TRIPURA

GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP
DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING(DGT)
NATIONAL SKILL TRAINING INSTITUTE FOR WOMEN(NSTI-W) AGARTALA
Opposite Government Girls High School, Anandanagar, Agartala, Tripura(West) -799004
Call for admission query: 0381-2984145,9140147585/7099226150
Visit: www.nstiwagartala.dgt.gov.in e-mail: nstiagartala@gmail.com

ADMISSION NOTICE FOR CRAFTSMAN TRAINING SCHEME(CTS), SESSION 2026-27

SL	Trade& NSQF Level	Duration	Eligibility	No. of Seats
1.	Dress Making (NSQF-2.5)	1 Year	8th pass	20
2.	Cosmetology (Beautician) (NSQF-3.5)	1 Year	10th pass	24
3.	Secretarial Practice (English)(NSQF-3.5)	1 Year	10th pass	24
4.	Bamboo Works (NSQF 2.5)	1 Year	8th pass	24

- Application form may be obtained from our website www.nstiwagartala.dgt.gov.in.Contact details for enquiry:7099226150 / 9140147585/8729825109
- Candidate has to submit the filled application form along with the necessary documents directly to the Institute with Fee Structure **or online through google form**.
  - i. for General and OBC, Registration fee of Rs. 50/- and Admission Fee of Rs.100/-
  - ii. For SC and ST, Registration Fee is **FREE** and Admission Fee of Rs. 25/-
  - iii. Tuition Fee is **FREE** for all Girls
- Documents need to submit:
  - i) 8th /10th Marksheet and Certificate, Aadhar card, 01 photograph, SC/ST/OBC/Ex- serviceman certificate, if applicable.
- Admission as per Merit
- All trades are NCVT accredited / minimum age 15 years and no upper age limit
- Reservation of seats as per Government of India Norms
- Hostel facility available on first come first serve

Last date for submission of application form: **30/06/2026**

- Last date of Submission of Application form is 30/06/2026 (Up to 17:30)
- Display of Merit List on institute notice board/website– 5th July 2026
- Admission for new session Merit List - 06th&07th July 2026
- Waiting List Admission if any- 08th July 2026
- Scan the QR Code to download and print the CTS Admission form: -
- On line or offline
- Spot admission to vacant seats:27th -31th July2026
- Sessions starts: 10th August 2026

বাংলাদেশে সাত দিনে পাঁচ মন্দিরে হামলা, মূর্তি ভাঙচুর

সংবাদ প্রতিনিধি

ঢাকা, ২০ জুন ঃ বাংলাদেশে গত ৭ দিনে বিভিন্ন স্থানে ৫টি মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা।

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় তিন দিনের ব্যবধানে দুটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গত বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার মেঘচামী ইউনিয়নের বামুন্দী সার্বজনীন কালী মন্দিরে একটি প্রতিমা ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। এর আগে গত সোমবার দিবাগত রাতে এই মন্দির থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বামুন্দী (বিল আড়ালিয়া) বাজার কালী মন্দিরেও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল।

প্রায় শতবর্ষী বামুন্দী সার্বজনীন কালী মন্দিরটি পাকা দেয়াল ও টিনের ছাউনি দিয়ে নির্মিত এবং এর সামনের অংশ গ্রিল দিয়ে আটকানো থাকে। মন্দিরটির পূজারি বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পূজা দিতে গিয়ে দেখেন, গ্রিলের ভেতর দিয়ে বাঁশ বা লাঠিসদৃশ কোনো বস্তু ঢুকিয়ে আঘাত করে শিব প্রতিমার মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। পরে তিনি বিষয়টি মন্দির কমিটির সভাপতি ও স্থানীয়দের জানান।

বামুন্দী সার্বজনীন কালী মন্দির কমিটির সভাপতি রঞ্জন সরকার জানান, ঘটনাটি জানার পরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন, গত সোমবার রাতে যখন বামুন্দী বাজার মন্দিরে প্রথম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে, তখন বিষয়টি মধুখালী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাটি চেপে যেতে এবং দ্রুত ভাঙা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার পরামর্শ দেন। ওসির এমন মৌখিক নির্দেশ পেয়ে বাজার কমিটির লোকজন গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিমাটি বিসর্জন দিয়ে দেন।

বামুন্দী বাজার কমিটির সভাপতি নিরোদ চক্রবর্তী জানান, কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা নিশ্চিত না হওয়ায় তারা কোনো মামলা করেননি। তবে এলাকাবাসীর দাবি, প্রথম ঘটনার সময়ই পুলিশ শক্ত পদক্ষেপ নিলে মাত্র দুদিনের মাথায় দ্বিতীয়বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না।

তবে ঘটনা চেপে যাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শুকদেব রায়। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, “আমি ঘটনা চেপে যেতে বলব কেন? বাজার মন্দিরের ঘটনায় এখনও মামলা করার সুযোগ আছে। এছাড়া গত রাতে বামুন্দী সার্বজনীন মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।”

উত্তরের জেলা শহর বগুড়ায় পরপর তিনটি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। বগুড়ার মোকামতলা উপজেলায় পরপর তিনটি মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের কানছগাড়ি এলাকায় স্থানীয়রা মন্দিরে গিয়ে প্রতিমাগুলো ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান বলে জানান মোকামতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আলমাস হোসেন।

কানছগাড়ি মহাশ্মশানের শিব মন্দির, কানছগাড়ি শীতলা মন্দির ও কালী মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মোকামতলা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান। তিনি ঘটনার খোঁজখবর নেন এবং মহাশ্মশান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

কানছগাড়ি মহাশ্মশান পরিচালনা কমিটির সদস্য উজ্জ্বল বলেন, প্রতি মাসের মতো শনিবার সকালে তার স্ত্রী পূজার জন্য মন্দিরে গেলে প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। পরে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদকে জানানো হয়।

শিবগঞ্জ উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুবীর কুমার দত্ত বলেন, কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি।

ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্দিরে হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

টেট থেকে অব্যাহতি, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি

সংবাদ প্রতিনিধি

ধর্মনগর, ২০ জুন ঃ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনের ২০১০ সালের একটি বিজ্ঞপ্তি এবং সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জেরে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের ভবিষ্যৎ আজ ঘোর অনিশ্চয়তার মুখে। এই পরিস্থিতিতে ২০১০ সালের পূর্বে নিযুক্ত শিক্ষকদের আইনি ও নীতিগত সুরক্ষার দাবিতে সরব হলো অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (ত্রিপুরা প্রান্ত)। বৃহস্পতিবার বিকেলে সংগঠনের উদ্যোগে ধর্মনগরে উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহার মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা টেট আন্দোলন কমিটির সভাপতি তথা সমন্বয়কারী ড. মৌসুম ভট্টাচার্য, সদস্য মানস দে, পরিতোষ নাগ, বিপাশা দাস, অরবিন্দ দেবনাথ, সুভাষচন্দ্র নাথ এবং স্বরূপ দেব। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক।

জানা গেছে, ২০১০ সালের ২৩ আগস্ট এনসিটিই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিক্ষকতার জন্য টেটকে ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারণ করে। সম্প্রতি গত ২৯ মে (২০২৬) মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তি করতে গিয়ে পূর্ববর্তী রায় বহাল রাখে, যার ফলে ২০১০ সালের আগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও নতুন করে টেট দেওয়ার নির্দেশিকা সামনে আসে।

মহাসংঘের দাবি, ২০১০ সালের আগে তৎকালীন নিয়ম ও যোগ্যতা অনুযায়ী যারা বৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন, এত বছর পর তাদের উপর পূর্ববর্তী তারিখ থেকে এই নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়।

জেলা টেট মুভমেন্ট কমিটির সমন্বয়কারী ড. মৌসুম ভট্টাচার্য বলেন, আদালতের রায়ের প্রতি আমাদের পূর্ণ সম্মান রয়েছে। কিন্তু ২০১০ সালের আগে নিয়োগ পাওয়া প্রাইমারি ও আপার-প্রাইমারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই রায় গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। যারা কয়েক দশক ধরে জাতি গঠনের কাজ করছেন, তাদের উপর হঠাৎ করে টেট চাপিয়ে দেওয়াটা অমানবিক। আমরা আজ একত্রিত হয়েছি দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি মানবিক আবেদন পৌঁছে দিতে, যাতে এই লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও তাদের পরিবারকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচানো যায়।

মহাসংঘের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মূলত চারটি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হয়েছে। ২০১০ সালের ২৩ আগস্টের আগে নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষককে টেট দেওয়ার বাধ্যতামূলক শর্ত থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দিতে হবে। এই শিক্ষকদের চাকরি, জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি এবং চাকরি-সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করলেও নীতি নির্ধারণের অধিকার সরকারের। তাই প্রয়োজনে সংসদে উপযুক্ত আইনি সংশোধনী বা বিশেষ বিল এনে এই শিক্ষকদের স্থায়ী প্রতিকার দিতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান বিভ্রান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দিতে হবে।

শিক্ষকেরা হলেন সমাজ ও জাতি গঠনের প্রধান কারিগর। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে অবদান রেখে চলেছেন। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ভারত সরকার এই লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের প্রতি সুবিচার করবে এবং ন্যায়বিচার ও সমতার স্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশে আওয়ামীর আচমকা মিছিল

সংবাদ প্রতিনিধি, ঢাকা, ২০ জুন ঃ ঢাকায় দুই স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করে স্লোগান দিয়ে তোলপাড় করেছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। শেরেবাংলা নগরে গণভবনের সামনে কার্যক্রম-নিষিদ্ধ যুবলীগের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। শেরেবাংলা নগর থানা ওসির দাবি, মিছিলটি সড়কের মাঝখানে হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সকাল ১০টায় বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ১০টায় ৪০-৫০ জনের একটি দল মোহাম্মদপুরের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর তারেকুজ্জামান রাজিবের ব্যানার নিয়ে প্রথমে রেসিডেন্সিয়াল কলেজের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে। এরপর মিছিলটি সড়ক ঘুরে গণভবনের সামনে মূল ফটক পাড় করে শেষ করে। এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে তারা মিছিলটি শেষ করে চলে যায়।

ঢাকার মহাখালীতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম-নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মিছিল থেকে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণেরও ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা পুলিশ।

এদিকে চট্টগ্রামে আওয়ামী মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্লোগান দেন। তাদের হাতে থাকা ব্যানারে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত অপরাধী শেখ হাসিনাসহ সব নেতা-কর্মীর নামে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানানো হয়। ব্যানারে একই সঙ্গে দেশে শিশু মৃত্যু ও শিশু ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো হয়। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা মহিলা আওয়ামী সাইবার টিমের ব্যানারে এই বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

কোর্ট চত্বরে ক্ষোভের মুখে অরূপ

কলকাতা অফিস, ২০ জুন ঃ পুলিশ আগে তাকে তলব করলেও হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এবার মেসি কাণ্ডে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে পুলিশি জেরার মুখে পড়ের অরূপ। থানা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী।

মেসি কাণ্ডে আগেই নাম জড়িয়ে অরূপ বিশ্বাসের। একাধিকবার প্রাক্তন মন্ত্রীকে তলব করলেও হাজিরা এড়ান তিনি। কোথায় তিনি আছেন তাও জানা যাচ্ছিল না। অবশেষে এদিন নিজেই হাজির হন থানায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে অরূপ বলেন, ‘তদন্তাধীন বিষয় নিয়ে আমি বাইরে কিছু বলব না। যা বলার তা আদালতেই বলব।’ কিছুটা প্রত্যয়ের সুরে তিনি তারপরেই বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবেই।’ এদিন জেরার পরে বাড়ির পথই যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। আলিপুর হয়ে কলকাতায় নানা রাস্তা দিয়ে তার গাড়ি চক্কর কাটতে দেখা যায়। কলকাতার রাস্তায় ঘোরার ফাঁকেই তিনি আলিপুর আদালতে গিয়ে নিজের আইনজীবীদের সঙ্গেও দেখা করেন। আলিপুর জাজেস কোর্ট চত্বরে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার সময়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় অরূপকে। বাইরে বেশ কিছু আইনজীবীও স্লোগান দিতে থাকেন অরূপের বিরুদ্ধে। বহিরাগত অনেকে ভিড় জমান সেখানে। তাদের অনেকের আবার দাবি, মেসিকে সেদিন দেখতে গিয়েও দেখতে পাননি। সেজন্য অরূপ বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে চোর স্লোগান দেন তারা। শেষপর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে অরূপকে সেখান থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মেসি-কাণ্ডের তদন্তে আগামী ২২ জুন ফের অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হয়েছে। আগামী সোমবার তিনি আবারও হাজিরা দেবেন বলে নিজেই সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ইতিমধ্যেই এই মামলায় আইনি সুরক্ষাকবচ পেয়ে রেখেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে অরূপকে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছিল উচ্চ আদালত।

বুধবার কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয় আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। তাকে এদিন দিনহাটার আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজত দেয় আদালত। কিন্তু আদালত চত্বরে বিক্ষোভের মুখে পড়েন উদয়ন। প্রিজন ভ্যানে তোলার সময়ে লক্ষ্য করে তাকে ডিম ছোড়া হয়। শেষপর্যন্ত হেলমেট পরিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় উদয়নকে। তাতেও বিক্ষোভের হাত থেকে বাঁচেননি উদয়ন। তার পিঠে ডিম পড়ে। কোনওরকমে সেখান থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীকে সরিয়ে নেয় পুলিশ। আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে দিনহাটার এই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে, বাংলায় পালাবদলের পরেই খুলেছে আর জি কর মামলার ফাইল। ফের তদন্তে নেমেছে সিবিআই। সেই মামলাতেই এবার পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ হাজিরা দিলেন নিউটাউনে সিবিআইয়ের দপ্তরে। ঘটনার দিন নির্মলের ভূমিকা কী ছিল তা জানতে চায় তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত করতে গিয়ে বারবার নির্মল ঘোষের নাম উঠে আসে। তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা-ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। পরিবারের অভিযোগ, নির্যাতিতার মৃতদেহ তড়িঘড়ি দাহ করার জন্য ‘চাপ’ দেওয়া হয়েছিল। এই গোটা প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এমনকী হাসপাতাল থেকে দেহ বের করার সময়ও তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। সেই সংক্রান্ত বিষয়েই এদিন নির্মলের কাছ থেকে নানা তথ্য জানতে চান তদন্তকারীরা, এমনটাই সূত্রের খবর।

আশা কর্মীদের হাতে স্মার্টফোন

সংবাদ প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ জুন ঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, গতিশীল এবং প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কল্যাণপুর আর. ডি. ব্লকের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশা কর্মীদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তৃণমূল স্তরে কর্মরত আশা কর্মীদের কাজকে আরও সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মোট ১১১ জন আশা কর্মীর হাতে স্মার্টফোন প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টার (সি. এইচ. সি.) এবং দুর্গাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত আশা কর্মীরা এই সুবিধার আওতায় আসেন। নতুন স্মার্টফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, রোগীর তথ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের রিপোর্টিং এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ডিজিটাল কার্যক্রম আরও সহজতর হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজীব ভট্টাচার্য, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সুপ্রিয় বর্মণ, সমাজকর্মী নিতাই বল, অসীম দেবরায়-সহ এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আশা কর্মীরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাদের মতে, স্মার্টফোন পাওয়ার ফলে সরকারি বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার, অনলাইন রিপোর্ট জমা দেওয়া এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জরুরি তথ্য দ্রুত আদান-প্রদানের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং আশা কর্মীদের মুখে নতুন প্রযুক্তিগত সুবিধা পাওয়ার আনন্দ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই উদ্যোগ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

প্রাকৃতিক চাষাবাস কে কে নগরে কর্মশালা

সংবাদ প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ জুন ঃ শুক্রবার প্রাকৃতিক চাষবাসের উপর এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশালগড় বিধানসভার কে. কে. নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুমালা এস. বি. স্কুল মাঠে। সিপাহিজলা জেলার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই কর্মশালা। রাজ্যের কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে কৃষকরাই যে ভারতের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। ফলে প্রতিবারের ন্যায় এদিনও অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত কৃষকদের ভগবানের রূপ বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি কৃষিজমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে (অর্গানিক পদ্ধতিতে) কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন। তাছাড়া কৃষক ভাই-বোনদের সাস্টেইনেবল ফার্মিং বা টেকসই কৃষিকাজের প্রতি উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের কৃষকদের প্রতি আরও বেশি যত্নবান হতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি।

manipalhospitals LIFE'S ON | Divine Touch Medi Clinic

মণিপাল হসপিটাল মুকুন্দপুর আয়োজিত
আউটরিচ ক্লিনিক
আগরতলা-তে
পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন আমাদের বিশেষজ্ঞ মন্ডলী

ডাঃ অভিনন্দন ব্যানার্জী
ক্লিনিকাল লিড - নেফ্রোলজি ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট

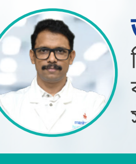
ডাঃ সুতনু হাজরা
সিনিয়র কনসালটেন্ট - অর্থোপেডিক্স

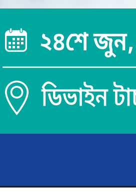
ডাঃ অনিন্দ্য বসু
সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও লিড - স্পাইন সার্জারি

ডাঃ সন্দীপ সর্দার
সিনিয়র কনসালটেন্ট - কার্ডিওথোরাসিক ভাস্কুলার সার্জারি

২৪শে জুন, ২০২৬ (বুধবার) | সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১টা
ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিক, কর্নেল চৌমুহনী, (এসবিআই - টিএলএ হাউসের কাছে), আগরতলা - ৭৯৯০০১
বিশদ জানতে ফোন করুন 8910384046

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্সেস
আনসারি নগর, নতুন দিল্লি-১১০০২৯
পরীক্ষা বিভাগ
কমন রিক্রুটমেট এগ্‌জামিনেশন (সিআরই-৫)
বিজ্ঞাপন নং. ৯৩/২০২৬

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন অংশগ্রহণকারী এইমস এবং কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিভিন্ন গ্রপ-‘বি এবং সি’ পদগুলোতে নিয়োগের জন্য কমন রিক্রুটমেন্ট এগ্‌জামিনেশন (সিআরই-৫)

নিম্নলিখিত সূচি মোতাবেক সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান / হাসপাতালগুলোর তরফে বিভিন্ন গ্রুপ ‘বি এবং সি’ পদগুলোতে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন	
শুরুর তারিখ	১৩ই জুন, ২০২৬
বন্ধের তারিখ	৩রা জুলাই, ২০২৬
নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ	
অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করার তারিখ	পরীক্ষার তিন দিন আগে
পরীক্ষা কেন্দ্র বা শহরের বিষয়ে অবহিতকরণ	পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে
পরীক্ষার তারিখ	২৫শে থেকে ২৭শে জুলাই, ২০২৬ (সম্ভাব্য)

আবেদন ফি ঃ
(ক) সাধারণ / ওবিসি প্রার্থীগণ ঃ টা: ৩০০০/- (তিন হাজার টাকা মাত্র)
(খ) এসসি/এসটি প্রার্থীগণ / ইডব্লুএস ঃ টা: ২৪০০/- (দুই হাজার চারশ টাকা মাত্র)
(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঃ লাগবে না
- প্রার্থীগণ নির্ধারিত আবেদন ফি ডেবিট কার্ড /ক্রেডিট কার্ড / নেট ব্যাঙ্কিং- এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারেন। যদি কোনো লেনদেন / প্রসেসিং ফি প্রযোজ্য হয়, তাহলে সেটা প্রার্থী কর্তৃক ব্যাঙ্কে প্রদান করতে হবে।
- আবেদন ফি একবার প্রদান করার পর কোনো অবস্থাতেই তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।
- নির্দিষ্ট ফি ব্যতীত আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না এবং কার্যত বাতিল করা হবে।
- এসসি/এসটি প্রার্থীদের আবেদন ফি যারা পরীক্ষাতে বসবেন তাদের আবেদন ফি যথাসময়ে পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ওয়েবসাইট www.aiimsexams.ac.in বা স্ব-স্ব অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল।
- শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের আবেদনপত্র এবং অ্যাডমিট কার্ডের স্ট্যাটাস এইমস্ ওয়েবসাইট www.aiimsexams.ac.in - তে আপলোড করা হবে।
- যদি কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র জমা করার সময় সমস্যায় পড়েন তাহলে My page (ড্যাশবোর্ড) - এ নথি সহকারে লগ্ ইন-এর মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারেন।
- সকল আবেদনকারীদের নিয়মিত ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কারণ পরবর্তী সকল সংশোধনী / সংযোজনী / বিজ্ঞপ্তি / আপডেটগুলো শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

স্বাক্ষর —
CBC 17112/11/0023/2627 অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার (এগ্‌জাম.)